উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কচুয়া, বাগেরহাট এর কর্মসম্পাদনেরসার্বিক চিত্র

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কচুয়া, বাগেরহাট এর বিগত ০৩ বৎসরের অর্জিত সাফল্য :

দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার প্রয়াসে সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য উপজেলা সমবায় কার্যালয়, **কচুয়া,** বাগেরহাট এর কাজের সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিগত তিন অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে মোট .. ১৮ .. টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ সনে ৪৫ টি; ২০১৯-২০২০ সনে ৫১ টি এবং ২০২০-২০২১ সনে ৩৮ টি সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সনে ৮৯৭৩০ টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ সনে ৮২৪১০ টাকা এবং ২০১৯-২০২০ সনে ৬৮১৫০ টাকা অডিট ফি আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ সনে ৩৭৪০৬ টাকা; ২০১৯-২০২০ সনে ৩৫৩৭৯ টাকা এবং ২০২০-২০২১ সনে ৩১০১৯ টাকা সিডিএফ আদায়পূর্বক সিডিএফ সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত সঞ্চয়ী হিসাবে জমা প্রদানকরা হয়েছে। উপজেলাধীন কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী প্রয়াসের ফলে সমবায়কে আরও গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে ও এর গুনগত মান উন্নয়নে এ বিভাগে উৎপাদনমুখী ও সেবাধর্মী সমবায় গঠন, টেকসই সমবায় গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করেছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল এ দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে সমবায় দপ্তরের চ্যালেঞ্জ বহুবিধ। এ উপজেলায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা বিআরডিবিসহ ১৫৬ টি। নানা শ্রেণি ও পেশার সম্মেলনে তৈরী হওয়া বৈচিত্রময় কার্যক্রমে পূর্ণ এ বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি সমূহকে নিয়মিত অডিট করা, নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা এবং সদস্যদেরকে দক্ষ ও আন্তরিক সমবায়ী হিসেবে গড়ে তোলা এবং সফল সমবায়ী হিসেবে গড়ে তোলা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। স্বল্প সামর্থের মধ্যে সবায়ীগণের চাহিদা পূরণে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান সময়ের অন্যতম দাবী। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থ বরাদ্দ না থাকায় রুটিন কাজের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, **কচুয়া,** বাগেরহাট তথা সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে অধিকতর প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী হলেও জনবলের ঘাটতি ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের অপ্রতুলতা সমবায় অধিদপ্তরকে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়নমূখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে সফল হচ্ছে না ।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

অধিক মনিটরিং ও নার্সি এর মাধ্যমে সমবায় সমিতির সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং উৎপাদনমুখী ও সেবাধর্মী সমবায় গঠনসহ এর মাধ্যমে এর গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক শুধুমাত্র সক্রিয় সমিতিগুলো ব্যতিরেকে অন্য সমিতিগুলোকে নিবন্ধন বাতিলের আওতায় আনার জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা। সেবা সহজীকরণের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং ই-সেবা চালু করা প্রক্রিয়া গ্রহণ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ও আত্ম-কর্ম সংস্থানের পথ সুগম করা।সমবায়ের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সুলভ মূল্যে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সমবায় পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- শতভাগ সমবায়ের নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তি, ১ টি উৎপাদনমুখী ও ১ টি মডেল সমিতি গঠন করা হবে;
- ৮০% সমবায় এর নির্বাচন/অন্তবর্তী কমিটি গঠন এবং নিরীক্ষিত কার্যকর সমিতির ৬০% এর এজিএম আয়োজন এবং ৩১ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে ৫০% সমবায় এর হিসাব বিবরণী প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।
- ১০০ জন সমবায়ীকে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ৩০ টি সমবায় এর পরিদর্শন এবং ১০০% কার্যকর সমবায় এর নিরীক্ষা সম্পাদন করা হবে।